OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 689 - 699
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সাঁওতাল সমাজজীবনে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

বাবলু সরেন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
অতিথি শিক্ষক
সাধু রামচাঁদ মুরমু বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম
Email ID : bablusaren24@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Santals imagine, Folk Culture, Santal society, nature since.

Abstract
At present, many people think that folk belief and folk reform is a deep-rooted concept which is mainly illiterate people, little learned and so Called of the rural society fellow which is a bad reform or misconception prevalent. Actually it is not. This belief or Samskar is held by almost everyone in the society. From the earliest times, the Santal people have experience various auspicious and inauspicious events and witnessed the cause of all events, it a cause-and-effect relationship or a coincidence. Because they believed that nothing happens without a reason. There is a specific reason behind all events. What we in modern times call cause-and-effect relationship, the Santal of the primitive age considered that cause-and-effect relationships as more coincidence. And that is the reason for the birth of faith and reform in the Santal society. In early times the Santal people used to hunt animals for food. Their senses are always alert to hunt for prey and to protect themselves. As a result, various forms of nature and various signs of animals and birds are experienced repeatedly and come to be regarded as special causes. For example birds charming or suddenly stop, various kind of smell, direction of blowing wind etc, which is the bright prospect of food, which is the possibility of stormy weather and which is the re-emergence of the spring season, lightning the sky, meteor falls and earthquake etc. after witnessing the signal of Santals may have failed in the hunt or been attacked by enemies or a member of the group may have died, they considered it as casually link between them. Although there is no Casual link between them yet primitive Santals imagine a cause and effect relationship between them. Primitive Santals believed that human life was controlled by a spirit residing in the human body. And all things happen in this mundane world due to some gods or goddesses or some special forces of the world. Storms, floods, earthquake lightning sunrise sunset meteos lunar eclipses, solar eclipses, tides, volcanoes all have a special energy action. Hence the primitive Santals believe that all creations of nature are a reservoir of energy by doing

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

rivers- channels, mountains, planets, star's are all a reservoir of energy. So the Santals have been worshiping nature since the dawn of time. The source of reformation is also found in various religious precepts, disciplines and practices of Santal society. We don't look for its source or ignore it as an unwanted phenomenon. But from the world's oldest text, the Rikvedawe find the roots of many reforms. Which still exists in the society today. For example – brother and sister marriage is prohibited in the society, It is unlucky to call an owl, One should not call someone from behind, One has to spit on the chest before going outside at night, people die if Karaj (Male Fox) is called at night etc.

Discussion

বর্তমানে সময়ে অনেকেই মনে করেন যে, লোকবিশ্বাস বা লোকসংস্কার এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা যা প্রধানত গ্রাম্য সমাজের নিরক্ষর মানুষ, অল্প শিক্ষিত ও তথাকথিত সভ্য সমাজে প্রচলিত এক কু-সংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা বিশেষ। আসলে তা কিন্তু নয়। শিক্ষিত, অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত প্রায় সকলের মধ্যেই এই বিশ্বাস বা সংস্কার দানা বেঁধে অল্প বিস্তর থেকেই গেছে। আদিকাল থেকেই মানুষ নানা রকম শুভ ও অশুভ ঘটনার সম্মুখিন হয়েছে এবং সব ঘটনার একটা করে কারণ প্রত্যক্ষ করেছে। সেটা কার্য-কারণ সম্পর্কই হোক বা কোন কাকতালীয় ঘটনাই হোক। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করত যে, কোনো কিছু ঘটনা অকারণে ঘটে না। সব ঘটনার পেছনেই একটি নির্দিষ্ট কারণ আছে। আধুনিক যুগে আমরা যেটা কার্য-কারণ সম্পর্ক বলে অভিহিত করে থাকি, আদিম যুগের মানুষরা সেই কার্য-কারণ সম্পর্ককেই কাকতালীয় ঘটনার সঙ্গে নিছক অবান্তর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিল। আর এই কারণ বশবর্তী থেকেই বিশ্বাস আর সংস্কারের জন্ম।

আদিকালে সাঁওতালরা খাদ্যাবৃত্তির জন্য পশু শিকার করত। শিকারের সন্ধানে আর নিজেদের আত্মরক্ষা করার জন্য তাদের ইন্দ্রিয় সদা জাগ্রত থাকত। ফলে প্রকৃতির নানা রূপ এবং পশুপাখির নানান সংকেতগুলি বারাংবার অভিজ্ঞতা হওয়ায় সেগুলিকে বিশেষ কারণ হিসাবে গণ্য করতে থাকে। যেমন - 'পাখির কলরব বা হটাৎ করে পাখির স্তব্ধ হওয়া, নানা রকমের সুগন্ধ, দূর্গন্ধ, প্রবাহমান বাতাসের দিক নির্ণয় ইত্যাদি নানাবিধ সংকেতের সঙ্গে আদিম মানুষ পরিচয় লাভ করে। কোনটি খাদ্য প্রাপ্তির উজ্জ্বল সম্ভবনা, কোনটি ঝড় হাওয়ার সম্ভবনা, আবার কোনটি বসন্ত ঋতুর পুর্নরাবির্ভাব, আকাশে বিদ্যুতের চমকানি, উল্কা পতন, ভূমিকম্প ইত্যাদি সংকেতগুলি প্রত্যক্ষ করার পর আদিম মানুষেরা হয়ত শিকারে ব্যর্থ হল বা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হল বা গোষ্ঠীর কোনো সদস্য মারা গেল। যদিও এদের মধ্যে কার্য-কারণের কোন যোগসূত্রই নেই। তবুও তারা এর মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ককে কল্পনা করে নেয়। এইরূপ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ এই অবান্তর সংকেতগুলি থেকেই সংস্কার এবং বিশ্বাসের উদ্ভব। পরবর্তীকালে মানুষ যতই সভ্য ও উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে ততই এই কল্পিত সংকেত বা কারণগুলি বিভিন্ন পরিনামের সঙ্গে যোগাযোগের পথকে আরও সুস্পষ্ট ও প্রশস্ত করে দিয়েছে।

সাঁওতালরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের দেহে অবস্থিত কোনো এক আত্মার দ্বারা। এই জাগতিক বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা ঘটে কোনো দেব-দেবী বা জাগতিক কোনো বিশেষ শক্তির কারণে। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎ চমকানি, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, উল্কাপাত, জোয়ার-ভাটা, আগ্নেয়গিরি এই সমস্ত কিছুতেই রয়েছে বিশেষ কোনো শক্তির ক্রিয়া। এঁরা প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিকেই শক্তির এক একটি আধার বলে বিশ্বাস করে। নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্র এই সবই শক্তির এক একটি আধার। তাই সাঁওতালরা এখনো প্রকৃতির পূজা করে। প্রকৃতির উপাদানেই এঁদের আরাধ্য দেব-দেবী।

আমাদের সংহত সমাজের নানান ধর্মীয় নির্দেশ এবং আচার-আচরণের মধ্যেও সংস্কার সৃষ্টির উৎস রয়েছে। আমরা তার উৎস সন্ধান করি না বা অবাঞ্চিত ঘটনা বলে এড়িয়ে যাই। কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋকবেদে আমরা বহু সংখ্যক সংস্কার বা সংস্কারের মূলের সন্ধান পাই। যেমন, ঋকবেদের ১/১০৫/৩ সায়নভাষ্য মন্ত্রে বলা হয়েছে যে,- 'পুত্র সন্তান না থাকলে স্বর্গচ্যুত হয়।' 'সমাজে ভাই-বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ'- ঋক সংহিতার ১০/১০/সূক্ত। 'পেঁচা ডাকলে অমঙ্গল হয়' - ঋকসংহিতা - ১০ম মন্ডল। ১৬৫ সূক্ত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল – 'Folk Belief' ও 'Superstition'। লোকবিশ্বাস শব্দটি সোজাসুজি ইংরেজিতে অনুবাদিত হয়ে 'Folk Belief' হয়েছে আর লোকসংস্কারের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে 'Superstition' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। যার বাংলা আভিধানিক অর্থ হল কু-সংস্কার। লোকসংস্কার আর কু-সংস্কার কিন্তু এক জিনিস নয়। অর্থের দিক থেকেও এই দুটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা ও বিপরীত। তাই অনেকেই এই 'Superstition' শব্দটিকে লোকসংস্কারের যথার্থ প্রতিশব্দ হিসাবে মেনে নিতে পারছেন না। কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, 'লোকসংস্কারের ভাল-মন্দ দুটি দিকেই আছে। কিন্তু 'Superstition' বলতে বিশেষ ভাবে সংস্কারের মন্দ দিকটিকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

American Dictionary-তে 'Superstition' এর যে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে তা হল –

> "A Belief that is not based on reason or scientific thinking and that explains the causes for events in ways that are connected to magic."[১]

অনুরূপ ভাবে, Cambridge Dictionary-তে এই 'Superstition' এর আভিধানিক অর্থে বলা হয়েছে যে, -

> "Superstition means – belief that is not based on human reason or scientific knowledge but is connected with old ideas about magic etc."[২]

ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী এই লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, -

> "লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার দুই-ই এক। আভিধানিক অর্থের বিচারে অবশ্য দুইই এক - বিশ্বাস এবং সংস্কার উভয়েরই অর্থ হল প্রত্যয়। গুণগত বিচারে (Qualitatively) উভয়ই এক হলেও বলা যায় পরিমাণগত ভাবে (Quantitatively) কিছু পার্থক্য দুইয়ের মধ্যে রয়ে গেছে। সংহত এক জনসমষ্ঠি যে বিশেষ বিশেষ আচার আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলির সঙ্গে শুভাশুভবোধ জড়িত, তাই হল লোক-বিশ্বাস। লোক-বিশ্বাসের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক খুবই কম, নেই বললেই চলে। কিন্তু লোক-সংস্কার হল সেইসব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি পালনীয় কিংবা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্ঠি শুধু বিশ্বাস করে না, ব্যবহারিক জীবনে তা মেনেও চলে। লোক-সংস্কারের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।"[৩]

কার্ভেথ রীড লোক-বিশ্বাস প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, -

> "The attitude of mind in which perceptions are regarded as real judgement as true or matters fact actions and events as about to have certain results. It is a series and respectful attitude; for matter of fact compels us to adjust our behavior to it, whether we have power to after it or not."[৪]

> "... to define as 'superstition' may belief or practice that is not recommended or enjoyed by any of the great organized religious such as Christianity, Judaism, Islam and Buddhism."[৫]

> "... a superstition is something which is 'left over' from the past and which continues to prevail without being understood."[৬]

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের প্রকারভেদ –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের নির্দিষ্ট শ্রেণীকরণ করা খুব মুশকিল। কেননা, আমাদের সমাজে সব বিষয় সংক্রান্তের ওপরেই লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার প্রচলিত। আর এই বিষয় সংক্রান্তের উপর নির্ভর করে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারকে কয়েকটি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারি। যেমন – ১. বৃষ্টি সংক্রান্ত, ২. প্রতিকার সংক্রান্ত, ৩. গর্ভবতী নারী বা প্রসূতি নারীর পালনীয় সংস্কার সংক্রান্ত, ৪. সংখ্যা সংক্রান্ত, ৫. জন্ম সংক্রান্ত, ৬. বিবাহ সংক্রান্ত, ৭. মৃত্যু সংক্রান্ত, ৮. রঙ সংক্রান্ত, ৯. যাত্রা সংক্রান্ত, ১০. হাঁচি সংক্রান্ত, ১১. কাক সংক্রান্ত, ১২. লোহা সংক্রান্ত, ১৩. কৃষি সংক্রান্ত, ১৪. সু-লক্ষণ ও কু-লক্ষণ সংক্রান্ত ১৫. ভাল-মন্দ সংক্রান্ত, ১৬. নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত, ১৭. দিন সংক্রান্ত ইত্যাদি। Phillippa Waring তাঁর 'A Dictionary of Omens & Superstitions' গ্রন্থে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারকে তিনটি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন।

> "1. The Idea that if a certain action is taken bad luck will result.
> 2. The performing of a specified ritual which will bring about desired results.
> 3. The reading of omens by which a definite event, good or bad will occur."[৭]

ডঃ বরুন কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার' গ্রন্থে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন – "নিয়ন্ত্রণীয় ও অনিয়ন্ত্রণীয়"[৮]

সাঁওতালদের সমাজ জীবনেও লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। অন্য সমাজের ন্যায় সাঁওতাল সমাজেও একই রমকের লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার রয়েছে। সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

১. বৃষ্টি সংক্রান্ত বিশ্বাস ও সংস্কার :

সাঁওতাল সমাজে বৃষ্টি সংক্রান্ত নানান বিশ্বাস ও সংস্কার রয়েছে। অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই সমাজে বৃষ্টি সংক্রান্ত সংস্কারগুলির আবির্ভাব। বর্তমানে বিজ্ঞান অগ্রগতির যুগে যেসব এলাকায় এখনও বিজ্ঞানের আলো এসে পৌঁছায়নি বা আংশিক ভাবে পৌঁছালেও পার্থক্য লক্ষিত হয় না। সেই সব এলাকায় এই সংস্কার অধিক লক্ষ্য করা যায়। যেমন - দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে সাঁওতাল সমাজের অবিবাহিত মেয়েরা গ্রামের লাংড়ে আখড়া (যেখানে সাঁওতালদের নাচ গানের আসর বসে) গোবর দিয়ে ছোঁচ্ দেয়। অর্থাৎ সকালে স্নান করে নতুন কাপড় বা পরিষ্কার শাড়ি পরে লাংড়ে আখড়া ছোঁচ্ দেয়। ছোঁচ্ শুকে গেলে বা বিকালের দিক করে লাংড়ে নাচ গানের আসর শুরু হয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস এই সংস্কার পালনের পর অর্থাৎ লাংড়ে নাচ গানের আসর শুরু হলে স্বর্গ থেকে দেব-দেবী নেমে এসে আসরে সামিল হন। আখড়ায় মানুষ আর দেব-দেবীর সম্মিলিত নাচে আখড়ার ধূলা আকাশের দিকে উঠলে কিংবা ধামসা মাদলের আওয়াজ বা কম্পন স্বর্গে পৌঁছালে বৃষ্টি নেমে আসে।

অতিবৃষ্টি বন্ধ করা করার জন্য সাঁওতাল সমাজে অজস্র লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার প্রচলিত আছে। অতিবৃষ্টি বন্ধ করার জন্য যদি কোনো পুরুষ মানুষ উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টির মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেয় তাহলে নাকি বৃষ্টি থামবে বলে মানুষের বিশ্বাস। আবার, বৃষ্টি বন্ধ করতে আগুনে পাথর পোড়ানো হয়। এতেও নাকি বৃষ্টি থামবে বলে মানুষের বিশ্বাস। কিছু কিছু এলাকায় অতিবৃষ্টি বন্ধ করার জন্য যদি কোনো পুরুষ মানুষ জ্বলন্ত কাঠ বা কয়লা অন্যের ছাদে ছুঁড়ে মারে, তাহলেও নাকি অতিবৃষ্টি বন্ধ হয় বলে মানুষ বিশ্বাস করে। অতিবৃষ্টির মধ্যে জ্বলন্ত কাঠ বা মশাল আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারলেও নাকি বৃষ্টি বন্ধ হয়। অতিবৃষ্টিতে এক নিশ্বাসে একটি কাঠি বা লাঠি মাটিতে পুঁতে দিলে বৃষ্টি বন্ধ হয় বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন।

২. প্রতিকার সংক্রান্ত সংস্কার :

সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতিতে প্রতিকার সংক্রান্ত বা উপশম সংক্রান্ত নানা রকমের লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার প্রচলিত। যা সাঁওতালরা কারণে বা অকারণে গ্রহণ করে সংস্কৃতিবদ্ধ করেছেন। যেমন – কাউকে বাম হাত দিয়ে মারতে নেই। বাম হাতে মারলে নাকি রোগা হয়ে যায়। তাই এর প্রতিকার স্বরূপ বাম হাত মাটিতে ঠুকতে হয় তাহলে সব দোষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কেটে যায়। রাত্রে কোথাও বেরানোর আগে বুকে থুতু দিতে হয়। তাতে অপদেবতা বা ভূত-প্রেতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস। অজ্ঞাত বা অসাবধানতার কারণে যদি দুজনের মাথা ঠোকাঠুকি লাগে তাহলে পুনরায় আবার ঠোকাঠুকি করতে হয়, না হলে মাথায় শিং গজায়। রাতের বেলায় বাইরে কোথাও খাবার নিয়ে গেলে খাবার এঁটো করতে হয় কিংবা এক টুকরো অঙ্গার রাখতে হয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘাড় ব্যথা হলে পরের দিন ওই বালিশ রোদে দিতে হয়। খেতে বসা অবস্থায় মুখ থেকে খাবার পড়ে গেলে, পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খেতে হয়। না হলে শত্রু বৃদ্ধির আশংকা বাড়ে। খাবার খেতে খেতে হাঁচি হলে অমঙ্গল হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে রাতে খাবার খাওয়ার পর হাতে, পায়ে, মুখে ও পেটে সরিষার তেল মেখে ঘুমাতে হয়। আত্মীয় স্বজনকে (সিরম) ঝাঁটা দিতে হলে বেড়ার ভিতর থেকে রাস্তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। রাত্রে কারাজ (পুরুষ শেয়াল) ডাকলে মানুষ মারা যায় বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করে।

৩. গর্ভবতী নারী বা প্রসূতি নারীর পালনীয় সংক্রান্ত সংস্কার :

বর্তমান সাঁওতাল সমাজে গর্ভবতী নারী বা প্রসূতি নারীর অজস্র পালনীয় লোকসংস্কার রয়েছে। গর্ভবতী অবস্থায় নারীদের নানা রকমের নিষেধাজ্ঞা এবং ভাবী সন্তানের মঙ্গল সাধনে নানা বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। বিশেষ করে খাদ্যগ্রহণ, যাতায়াত, বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তুর দর্শন কিংবা প্রসাধনের ব্যাপারে বিশেষ বিধি ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যেমন- সন্ধ্যার পর গর্ভবতী নারীদের বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ। কারণ, বাড়ির বাইরে বেরালে তাঁর উপর ভূত-প্রেত বা কোনো অপদেবতার কু-নজর লাগতে পারে এবং ভাবী সন্তানের চরম ক্ষতি হতে পারে বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। আবার, পোয়াতি অবস্থায় নৌকায় নদী পেরোতে নেই। এই অবস্থায় নদী পেরোলে নৌকা ডুবে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। গর্ভবতী অবস্থায় মুরগি বা হাঁসের পায়ের চামড়া ছাড়াতে নেই। ছাড়ালে ভাবী সন্তানের হাতে-পায়ের চামড়াও হাঁস মুরগির পায়ের চামড়ার ন্যায় হয়। পোয়াতি অবস্থায় নদীতে বা খালে মাছ ধরতে যেতে নেই। গেলে ভাবী সন্তানের অমঙ্গল হয়। গর্ভবতী নারীর কাপড়-চোপড় বেলা থাকতেই তুলে নিতে হয়। না নিলে অপদেবতার কু-নজর লেগে ভাবী সন্তানের ক্ষতি হতে পারে বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন।

সাঁওতাল সমাজে নারী গর্ভবতী হলে পুরুষসঙ্গীকেও কিছু কিছু সংস্কার মেনে চলতে হয়। যেমন - স্ত্রীর অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় পুরুষের শিকারে যাওয়া নিষেধ বা কোনো প্রকার জীব হত্যা করা নিষেধ। মাছ, মুরগি, বা অন্য কোনো প্রাণীর মাথার মাংস খাওয়া যাবে না বা ডিম ফাটানো যাবে না। স্ত্রীর গর্ভবতী অবস্থায় কোনো কাঠ কাটা যাবে না। এতে সন্তানের ঘোর অমঙ্গল হতে পারে বলে সাঁওতাল সমাজের বিশ্বাস।

৪. সংখ্যা সংক্রান্ত সংস্কার :

সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় সংখ্যা সংক্রান্ত সংস্কারও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে, সংখ্যা সংক্রান্ত সংস্কার বোধ হয় তেমন কিছুই না। কিন্তু সুদীর্ঘ কাল থেকে চলে আসা সংখ্যা সংক্রান্ত সংস্কার সাঁওতাল সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। বিশেষ করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে শুভ বা অশুভ ব্যাপারটা অনেক সময় সংখ্যার উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন - বিশেষ কিছু সংখ্যা বিশেষ বিশেষ কাজে শুভ বা অশুভ করার ক্ষমতা রাখে বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। তাই সংস্কার বিশ্বাসী মানুষ যখন কোনো শুভ কাজ শুরু করেন তখন অশুভ কোনো সংখ্যার বা ক্ষতিকারক কোনো সংখ্যার যাতে কোনো যোগ না থাকে সে বিষয়ে খুব সচেষ্ট থাকেন। যেমন - পূজা-পাষান করার সময় সাঁওতালরা জাহের থান (পূজা স্থল)-কে তিন পাক সুতো দিয়ে ঘেরে এবং তিন পাক জল দিতেই পূজা পাঠ শেষ করেন। কিংবা, কোনো অনুষ্ঠানে নেমন্তন করার সময় যে আমন্ত্রন বা গিরা (সাঁওতালদের আমন্ত্রন পত্র) পাঠানো হয় সেখানে কম করে তিনটা গিঁট দেওয়া সুতো পাঠাতে হয়। এছাড়া মানুষের মৃতদেহ তিন জনে বহন করতে নেই। তিন বলদে লাঙ্গল জুড়তে নেই। কাউকে তিনটি জিনিস দিতে নেই। তিন ডাকে সাড়া দিতে নেই ইত্যাদি। এই সংখ্যা সংস্কারগুলো শুধু সাঁওতাল সমাজে নয় প্রায় সব সমাজেই কমবেশি প্রচলিত হয়ে আসছে।

৫. জন্ম সংক্রান্ত সংস্কার :

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানব জীবনে সংস্কারের শুরু হয় মানুষের জন্মলগ্ন থেকে। জন্ম সংক্রান্ত সংস্কার সাঁওতাল সমাজে এর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নবাগত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক মুহূর্ত থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত এই জন্ম সংক্রান্ত সংস্কার পালন করা হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে গর্ভবতী মহিলাকে যে ঘরে রাখা হয়, সেই ঘরের বাইরে দরজার দুপাশে গোবর (গোলাকৃতি করে) রাখা হয়। এই সংস্কার পালন করলে বাইরের কোনো অশুভ আত্মা ঘরে প্রবেশ করতে পারে না আর সন্তান জন্মগ্রহণেও কোনরকম বাধা-বিপত্তি আসে না বলে বিশ্বাস। অনুরূপভাবে, ঘরের ভিতর দিকে দরজার দুপাশে দু-মুঠো ধান রাখা হয় লক্ষী দেবীর নামে। যাতে সংসারে নবাগত শিশুকে লক্ষ্মীদেবী স্বাগত জানাতে পারে। শিশু ভূমিষ্ঠ হলে সাঁওতালরা থালা-বাটি বাজায় এই সংস্কারটি সাঁওতাল সমাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, নবাগত শিশুর নাড়ি কাটা হয় তিরের ফলা দিয়ে। শিশুর ছাটয়ার বা নামকরণ না হলে সমাজের সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয় না। শিশুর উপরের পাটিতে আগে দাঁত বেরালে কিংবা দু-পাটিতে একসাথে দাঁত বেরালে কিংবা জোড়া মাসে দাঁত বেরোলে তা শিশুর পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়। শিশুর নাভির নারীর কাটা অংশ পড়ে গেলে তিন দিন বা পাঁচ দিনের মাথায় ঘরের দরজার মাঝখানে পুঁতে দেওয়া হয়। ছুঁচ দিয়ে গর্ত করে পুঁতা হয়। মাটির উপরের দিকে পুঁতলে তাড়াতাড়ি দাঁত বেরায় আবার মাটির নিচের দিকে পুঁতলে দেরিতে দাঁত বেরায় বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করে।

৬. বিবাহ সংক্রান্ত সংস্কার :

মানুষের জীবনে বিবাহ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে আরও গুরুত্ব দিতে গিয়ে সাঁওতাল সমাজে বিবাহকে নানান রকম সংস্কারে আবদ্ধ করে রেখেছেন। সাঁওতাল সমাজে বিবাহ সংক্রান্ত বহু সংস্কার বর্তমান। যেমন – সমগোত্রে বিবাহ করতে নেই। সমগোত্রে বিবাহ করলে দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না বা ভাবী সন্তানগুলো পঙ্গু হওয়ার সম্ভবনা থাকে। অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসের গোধূলি লগ্নে বিয়ে করতে নেই। বিয়ে করলে অমঙ্গল হয় বলে মানুষের বিশ্বাস। পোষ বা চৈত্র মাসে বিয়ে দিতে নেই। কারণ, এই মাসে বিয়ের শুভ যোগ নেই বলে মানুষের বিশ্বাস। কনেকে কালো রঙের উপহার দিতে নেই। এতে ঘোর অমঙ্গল হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠপুত্র বা কন্যার বিবাহ দেওয়া হয় না। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই তিনটি মাস মল মাস। তাই এই মাসে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। জন্ম বারে বিবাহ করতে নেই। বিবাহের সময় কনের মাকে উপবাসে থাকতে হয়। শিব ঠাকুরের মাথায় জল ঢাললে শিবের মত বর হয় কিংবা বৈশাখ মাসের ভোরবেলায় নীলকণ্ঠ পাখী দেখলেও নাকি শিবের মত বর হয় বলে মানুষের বিশ্বাস। ছাঁতনা তলায় বর-কনের শুভদৃষ্টি সময় কোনো ঋতুবতী নারী থাকতে নেই। এতে নবদম্পতির সাংসারিক জীবন সুখের হয় না। বাড়িতে কোনো পরিচিত ব্যক্তি এলে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য তাঁকে বসতে দেওয়া হয়। বসতে না দিলে বাড়ির মেয়েদের বিয়ে হবে না বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস।

৭. মৃত্যু সংক্রান্ত সংস্কার :

সাঁওতাল সমাজ জীবনে প্রধান তিনটি ঘটনার মধ্যে এই মৃত্যু সংক্রান্ত সংস্কার হল অন্যতম। অপর দুটি ঘটনা হল- জন্ম এবং বিবাহ। এই তিনটি ঘটনার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু হল অনিবার্য ঘটনা। প্রাণী মাত্রেই জন্ম নেয় আর জন্ম নিলে মৃত্যু অনিবার্য একটা ঘটনা। আর এই মৃত্যু নিয়ে সাঁওতাল সমাজে নানা রকমের সংস্কার বর্তমান। যেমন– যদি কোনো ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে উনি তাঁর আসা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য পৃথিবীতে আবার জন্মগ্রহণ করবেন। অর্থাৎ আমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। বাড়িতে কারোর মৃত্যু হলে মাছ, মাংস, দুধ, মাখন, পেঁয়াজ বা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রিক থাকলে সব বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। নাহলে ওই মৃত ব্যক্তির আত্মা এসব খাবারে প্রবেশ করে আর এই খাবার খেলে মানুষের শরীর খারাপ করে বলে বিশ্বাস। শেষকৃত্য না হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহকে একা ফেলে রাখতে নেই। কাউকে না কাউকে মৃতদেহ ছুঁইয়ে রাখতে হয়। মৃতদেহ সৎকারের পর শ্মশান যাত্রীদের আগুনের তাপ নিতে হয়, লোহা স্পর্শ করতে হয়, মুখে তেতো জাতীয় কিছু দিতে হয় এবং শেষে মিষ্টি মুখ করে ঘরে ঢুকতে হয়। যাতে মৃত ব্যক্তি শ্মশানযাত্রীদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এছাড়াও মৃতদেহ চিতাতে তোলার পর কাঠের ছিলকায় একটা মুরগি বাচ্ছাকে মাথা ফুঁড়ে এপার-ওপার করে চিতায় দিয়ে দেওয়া হয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস এতে মৃত ব্যক্তির স্বর্গ যাত্রা সুগম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ও সুখের হয়। যদি কোনো ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় মদ বা হাঁড়িয়া পান করে থাকতেন এবং তাঁর মৃতদেহ যদি না পুড়ে বা পুড়তে দেরি করে তাহলে তাঁর চিতায় মদ ঢেলে দিয়ে হয়। কারণ, মদ হাঁড়িয়ায় আসক্ত ব্যক্তির অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে তাই তাঁর মৃতদেহ পুড়তে চাই না বা পুড়তে দেরি হয়। ছাটয়ার বা নামকরণ করার আগে কোনো শিশুর মৃত্যু ঘটলে তাকে কবর দেওয়া হয়। করব দেওয়ার সময় মৃতদেহের উপর বিভিন্ন ধরণের কাঁটা দেওয়া হয়। তারপরে মাটি ছাপা দিয়ে দেওয়া হয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস ওই মৃতশিশু ভবিষ্যতে ভূত বা প্রেত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। তাই কবর থেকে যাতে না বেরাতে পারে সেক্ষেত্রে এই সংস্কার প্রচলিত। মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা কথায় যায় সেই বিষয়ে আমাদের কোনো সুনিশ্চিত ধারণা নেই। অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় মানুষের পক্ষে মৃত্যুর পরবর্তী কালের ব্যাপারে জানা বা ধারণা পাওয়া অসম্ভব। তবুও পরলোকে যাতে মানুষের আত্মা সুখে শান্তিতে থাকে সেই প্রয়াসেই আমরা করে এসেছি। আমরা মৃতব্যক্তির মঙ্গিলার্থে বা আত্মা শান্তির কামনায় যা করি, আমাদের মৃত্যুর পরেও ওই একই সংস্কারই করা হবে আমাদের আত্মার হিতার্থে।

৮. রঙ সংক্রান্ত সংস্কার :

সমাজে প্রচলিত অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় রং সংক্রান্ত সংস্কারও সমাজে একটা জায়গা করে নিয়েছে। মনস্তত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, মানব মনে বিভিন্ন রং বিভিন্ন প্রকার প্রভাব ফেলে যা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ বিশেষ রং মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই রং নিয়েও সাঁওতাল সমাজে অজস্র সংস্কার বর্তমান। যেমন- সাঁওতাল সমাজে কালো রংকে অশুভ শক্তির আধার হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই কোনো শুভ কাজ বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কালো রঙের কোনো ছোঁয়া থাকে না। আবার, শ্রাদ্ধের সময় যে নিমন্ত্রণ বা গিরা পাঠানো হয় সেখানে মরা কালো চাল এবং এক টুকরো কয়লা দেওয়া হয়। সাঁওতাল সমাজে কালো বিড়াল খুব অশুভ। কোনো শুভ কাজে বা কোথাও যাওয়ার সময় কালো বিড়াল চোখে পড়লে বা রাস্তা কাটলে যাত্রা ব্যর্থ হয় এবং এটা খুব অশুভ ও বিপদের সংকেত বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন। সাঁওতালদের শুভ রং হল হলুদ। তাই সমাজের সবকটি শুভ কাজে, বিশেষ করে বিবাহের সময় হলুদ রঙের পোষাক ছাড়া বিবাহ হয় না। এছাড়া জন্ম ও মৃত্যু সংস্কারে হলুদের বিশেষ ব্যবহার রয়েছে। সমাজের নানান অনুষ্ঠানে গ্রামের পঞ্চজনকে হলুদ রঙের পাগড়ি দেওয়া হয়। অর্থাৎ গ্রামের পঞ্চজনকে চিহ্নিত করার সংকেত স্বরূপ মাথায় হলুদ রঙের পাগড়ি দেওয়া হয়। সামাজিক নানা অনুষ্ঠানে সাঁওতাল নারী পুরুষ উভয়ে চিরাচরিত হলুদ রঙের পোষাক পরে থাকেন। সাঁওতাল সমাজে সাদা রঙের প্রভাবও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নানা পূজা-পার্বণে সাঁওতালরা সাদা রঙের পোষাকেই পরে থাকেন। সবুজ রংকে সংগ্রাম বা একতার প্রতীক রূপে গণ্য করা হয়। তাই বিভিন্ন আন্দোলনে সবুজ রঙের ফিতা বা উত্তরীয় কিংবা হলুদ-সবুজ পতাকা ব্যবহার করেন।

৯. যাত্রা সংক্রান্ত সংস্কার :

সাঁওতাল সমাজে যাত্রা সংক্রান্ত নানান সংস্কার ও নিষেধাজ্ঞা চোখে পড়ার মতো। যেমন – বাড়ি থেকে তিনজন মানুষ একসঙ্গে যাত্রা করত নেই। সাঁওতালদের বিশ্বাস এতে যাত্রা শুভ হয় না। কোনো শুভ কাজে যাওয়ায় সময় রাস্তায় হোঁচট খেলেও নাকি যাত্রা বিফল হয় বলে বিশ্বাস। যাত্রা শুরুর সময় কোনো কিছুতে আঘাত লাগলে সেই যাত্রায় বাধা পড়তে পারে। কিংবা বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে বিশ্বাস। যাত্রাকালে বিড়ালের কান্না শুনলে, যাত্রা বাতিল করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিংবা যাত্রাপথে বিড়াল রাস্তা কাটলে যাত্রা বিঘ্নিত হয় বলে বিশ্বাস। তাই তিন-পা পিছিয়ে আবার যাত্রা শুরু করতে হয়। আবার, যাত্রাপথে যদি কালো রঙের বিড়াল রাস্তা অতিক্রম করে তাহলে সেক্ষেত্রে যাত্রা খুব শুভ হয় বলে ইঙ্গিত বহন করে। যাত্রাপথে বিড়াল রাস্তা অতিক্রম করার পর যদি কোনো সাদা বা কালো কুকুর পুনরায় রাস্তা অতিক্রম করে তাহলে তা শুভ বলে ধরে নেওয়া হয়। নবদম্পতির নৌকা যাত্রা নিষিদ্ধ। যাত্রাপথে মাথার উপর দিয়ে কাক উড়ে গেলে, তাহলে বুঝতে হবে যে বিপদের সময় ঘুনিয়ে আসছে। যাত্রা কালে হাঁচি হলে তা অশুভের ইঙ্গিত বলে ধরে নেওয়া হয়। যাত্রাপথে গোসাপ দেখা মোটেও শুভ নয়। শেয়াল কিংবা সাপ রাস্তা কাটলে তা খুব অশুভ এবং দূর্ভাগ্যজনক বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার, কোনো শুভ কাজে যাওয়ার সময় মৃতদেহ দর্শন বা চিতার আগুন দেখা খুব শুভ বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া সাদা মরা গরু দেখাও নাকি খুব শুভ। যাত্রা শুরু করার সময় কিংবা যাত্রাপথে বউ কথা কও পাখির ডাক শুনলে যাত্রা শুভ হয় বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস।

১০. হাঁচি সংক্রান্ত সংস্কার :

হাঁচি সংক্রান্ত সংস্কারও সমাজে বিশেষ গুরুত্বঅপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। আমরা জানি যে, কোনো রোগ জীবানু বা কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ যদি নাক দিয়ে শরীরের ভিতর ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে নাকের স্নায়ুগুলো জোর করে তাকে বহিষ্কার করার চেষ্টা করে, ফলে হাঁচি হয়। কিন্তু সংস্কারের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা পুরোপুরি অচল। এই হাঁচি সংক্রান্ত সংস্কার শুধু সাঁওতাল সমাজেই নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই প্রচলিত। এই হাঁচি সংস্কান্ত সংস্কার কখনও বাধা স্বরূপ আবার কখনও সমর্থন স্বরূপ গণ্য করা হয়। যেমন – বাড়ি থেকে কোথাও বেরানোর মুহূর্তে যদি কেউ হেঁচে ফেলে, তাহলে সেই ব্যক্তির যাত্রা সফল হবে না। কারণ, মানুষের বিশ্বাস করেন যে, যাত্রা করার মুহূর্তে হাঁচি দেওয়া মানে যাত্রায় বাধা পড়ার সম্ভবনা। তাই কিছু সময় অপেক্ষা করে গন্তব্যের দিকে রওনা দিতে হয়। খাওয়ার সময় হাঁচি হলে তা মোটেও ভালো নয়। সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন যে, এতে লক্ষ্মীদেবীর রাগ হয়। তাই খাওয়ার সময় হাঁচি হলে মাথায় জল ছিটিয়ে পুনরায় খেতে শুরু করতে হয়। আবার, কোনো বিষয়ে কথা বলার সময় যদি কেউ হাঁচে তাহলে সেকথা যথার্থই সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, একবার হাঁচি দেওয়া মানে ভগবানের আশীর্বাদ ধন্য হওয়া। দু'বার হাঁচি দেওয়া মানে দোষী সাব্যস্থ হওয়া আর তিনবার হাঁচি দেওয়া মানে শরীর অসুস্থ হওয়ার সম্ভবনা প্রবণ। আবার, যদি কেউ হাঁচার চেষ্ঠা করেও হাঁচি না হলে, তাহলে এক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, কেউ একজন ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসে কিন্তু সাহস করে তাঁর ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে পারছে না।

১১. পাখি সংক্রান্ত সংস্কার :

আমাদের দেশে প্রচলিত সংস্কারগুলির মধ্যে পাখি সংক্রান্ত সংস্কারও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কাক, কোকিল, পেঁচা, শকুন আর ময়ূর এই বিশেষ কয়েকটি পাখি নিয়ে সমাজে সংস্কারের আধিক্য দেখা যায়। বিশেষ করে কাককে কখনও সু-নজরে দেখা হয় না। কারণ, পাখিদের মধ্যে কাককে খুব কুৎসিত দেখতে হয় এবং তার কণ্ঠস্বরও কর্কশ। কাককে সু-নজরে দেখা হয় না কারণ, কাক কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় সবসময় অশুভের ইঙ্গিত বাহক রূপে ধরা হয়। রাত্রেবেলায় কাক ডাকলে ঘোর অমঙ্গল হয়। কাকের বিষ্ঠা মাথায় পড়লে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভবনা থাকে বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। কিন্তু কোকিলের ডাককে বেশ শুভ বলেই গন্য করা হয়। কোকিল ডাকলে বিয়ের সম্বন্ধ আসে বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। পেঁচার ডাককে অশুভ বলে ধরা হয়। শকুনকে সাধারণত লোকালয়ে দেখা যায় না। কখনও কখনও ভাগাড়ে মরা গরু-মোষ ফেললে শকুনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অসময়ে লোকালয়ে এসে শকুন যদি ডাকে, তাহলে মহামারী এবং দুর্ভিক্ষার ইঙ্গিত বহন করে বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন। ময়ূরের ডাককে খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাস রূপে বিবেচিত করা হয়। এছাড়া বেনে বউ পাখি ও কোকিল পাখির ডাককে সাঁওতালরা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই দুই পাখি ডাককে শুভ সংবাদের আগাম বার্তা হিসাবে গণ্য করা হয়।

১২. লোহা সংক্রান্ত সংস্কার :

পৃথিবীর সমস্থ দেশে সমস্থ জাতিই লোহাকে অশুভ শক্তির বিনাশক হিসাবে গণ্য করেন। আমাদের দেশেও বিভিন্ন সংস্কারের সঙ্গে লোহার প্রভাব অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সাঁওতাল সমাজ জীবনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যথা - জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু সংস্কারের সঙ্গে লোহার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন – সদ্য প্রসূতি নারী একুশ দিনের মধ্যে বাড়ির বাইরে গেলে সঙ্গে কাস্তে রাখার নিধান রয়েছে। সাঁওতাল সমাজে সদ্য প্রসূতি শিশুকে যে খাটে শোয়ানো হয় সেই খাটের মাথার দিকে একটা তীর (যে তীর দিয়ে নবজাত শিশুর নাভী কাটা হয়েছে) উলম্ব ভাবে রেখে দেওয়া হয়। এই সংস্কারটি দাক্ষিনাত্যের সংস্কারের সাথে সুসম্পর্ক যুক্ত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "দাক্ষিনাত্যে সদ্য প্রসূতি যে, তার বিছানার প্রতি কোণে পেরেক পুঁতে দেওয়া হয়। যে অস্ত্র দিয়ে নবজাতকের নাভঈকাটা হয়। সেই অস্ত্রটিই অশুভ আত্মাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে জননীর বালিশের তলায় স্থাপন করা হয়। কুম্ভেরা অস্ত্রটিকে এগারো দিনের জন্য স্থাপন করে রাখে। পাঞ্চালেরা রাখে পাঁচ দিনের জন্যে, আর কোরবেরা রাখে তিনদিনের জন্যে। সারস্বত ব্রাহ্মণপত্নী সন্তান প্রসবের পর দশদিন পর্যন্ত নাড়ী ছেদনকারী অস্ত্রটি নিজের কাছে রাখে।"[৯]

এতে নবাগত শিশু সমস্থ অশুভ এবং কু-নজর থেকে রক্ষা পায় বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন। ডাইনি বা অপদেবতা হাত থেকে নবাগত শিশুকে রক্ষা করার জন্য শিশু হাতে পায়ে লোহা বা অষ্টধাতুর বালা পরানো হয়। ঘুমন্ত শিশুর বিছানায় লৌহনির্মিত কাজল লতা রাখার সংস্কার আছে। মানুষের বিশ্বাস এটি বিভিন্ন রকম অশুভের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করে।

বিবাহের সময় ভাবী বর-কনের হাতে লোহার জাঁতি ও কাজল লতা হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এঁরা ধারণ করে থাকেন।

মৃতদেহ সৎকার করার পর শ্মশানযাত্রীদের আগুনের তাপ নিয়ে, লোহা স্পর্শ করতে হয়। এতে নাকি মৃত ব্যক্তি শ্মশানযাত্রীদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না বলে মানুষের বিশ্বাস। পরে মুখে তেতো জাতীয় কিছু দিতে হয় এবং মিষ্টি মুখ করে ঘরে ঢুকতে হয়। পরিবারে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে পরিবারের সবাই অশৌচ হয়। ঐ মৃত ব্যক্তির অশৌচ কাজ বা শেষকৃত্যের কাজ যিনি করেন তাঁর গলায় একটি লোহার চাবি ঝোলানো হয়। মানুষের বিশ্বাস এতে মৃত ব্যক্তির আত্মা ঐ মানুষটির কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

এছাড়া বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য লৌহ জাতীয় কোনো জিনিসকে গরম করে জলে ডোবাতে হয়। আর সেই জল তৎক্ষণাৎ খেয়ে নিতে হয়। বাতের ব্যথা থেকে রক্ষা পেতে লোহার আংটি ব্যবহার করা হয়। অশুভ শক্তির হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকে ঘোড়ার ক্ষুর বাড়ির সদর দরজায় লাগিয়ে রাখে। কিছু কিছু এলাকায় অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় বা সন্তান প্রসবের করার সময় কোনো নারীর মৃত্যু ঘটলে তাঁর শেষকৃত্য যেখানে সম্পন্ন হয় তার চারিপাশে পেরেক পুঁতে দেওয়া হয়। যাতে মৃতা নারীর আত্মা বাইরে বেরাতে না পারে। সাঁওতাল সমাজে এই সংস্কারটি একটু আলাদা। এক্ষেত্রে শেষকৃত্য করার আগেই মৃতা নারীর পায়ে কাঁটা ফোঁটানো হয়। যাতে মৃতার আত্মা কাউকে ভয় বা তাড়া করতে না পারে।

১৩. কৃষি সংক্রান্ত সংস্কার :

অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় কৃষি সংক্রান্ত সংস্কারও সমাজে বিশেষ একটা জায়গা করে নিয়েছে। পৃথিবীর সব দেশেই কমবেশি কৃষি কাজ হয়ে থাকে। এই কৃষিকে কেন্দ্র করে দেশে নানান সংস্কার প্রচলিত। যা আমাদের দেশে তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। বিশেষ করে সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত কৃষি সংক্রান্ত সংস্কারগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সংস্কার এখানে তুলে ধরা হল। অমাবস্যা বা বৌদ্ধ পূর্ণিমায় জমি হাল দেওয়া নিষিদ্ধ। যার গায়ে বেশি ফোঁড়া হয়, তাঁর নাকি প্রচুর শস্য হয় বলে বিশ্বাস। কুমড়া, লাউ, আলু, পটল ইত্যাদির জমিতে একটি মাটির হাঁড়িতে চুনের দাগ (বিজোড় সংখ্যায়) লাগিয়ে উল্টো করে রাখা হয় বা একটা খুঁটি পুঁতে তার উপর রাখা হয়। মানুষের বিশ্বাস এতে নাকি কারোর নজর লাগে না। নিজের জমিতে বীজ ফেলার আগে অন্য কাউকে দিতে নেই। মেঝেতে ধান ফেলে রাখলে সেই ধানের চারা হয় না। সরষে বোনার সময় হাত ভেজাতে নেই। বাসি কাপড়ে পানের বরজে ঢুকতে নেই। ডাক সংক্রান্তিতে ভালো ফলনের উদ্দেশ্যে ডাক দেওয়া হয়। পৌষ সংক্রান্তির পরের দিন অর্থাৎ পয়লা মাঘ যেকোনো জমিতে হাল দেওয়া সাঁওতাল সমাজে বাধ্যতামূলক। কম করে তিন পাক হাল ঘোরাতে হয়। অথবা জমির তিন কোণে কোদালে তিন কোপ দিয়ে আসতে হয়। ধান কেটে ফেলার পর ওই ধানের চারাতে যদি আবার ধান হয়, তাহলে তা খেতে নেই। খেলে মানুষের আয়ু কমার সম্ভবনা আছে বলে মানুষের বিশ্বাস। এই ধরনের অজস্র কৃষি সংক্রান্ত সংস্কার আমাদের সমাজে এখনও প্রচলিত।

১৪. সু-লক্ষণ ও কু-লক্ষণ সংক্রান্ত সংস্কার :

সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা দেখে সু-লক্ষণ ও কু-লক্ষণ নির্ধারণ করা হয়। আর সেই মোতাবেক সমাজে নানা সংস্কারও প্রচলিত। যেমন - মেয়েদের হাঁটুর নিচে চুল থাকা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। তিন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সন্তানের পর যদি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, তাহলে সে খুব সু-লক্ষণা হবে। সর্পের মিলন দর্শন সৌভাগ্যের সূচক। মেয়েদের বাম দিকে এবং ছেলেদের ডানদিকে সাপ দেখা সু-লক্ষণ সূচক। ছেলেদের জোড়া ভুরু সু-লক্ষণ-এর ইঙ্গিত। শকুনের কান্না মড়কের পূর্বাভাস জানান দেয়। বিড়ালের কান্নাকে রোগের সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়। চিলের কান্না মৎস্যাভাবের সূচক বলে মানুষের বিশ্বাস। দাঁড় কাকের ডাক শোকের সূচক হিসাবে ধরা হয়। পেঁচার ডাক অর্থহীনতার সূচক। উঠোনে ঝাঁটা পড়ে থাকা খারাপ। সিঁদুর পড়ে যাওয়া অশুভের লক্ষণ। সোনা কুড়িয়ে পাওয়া খারাপ। নারীর বুকে লোমের আবির্ভাব কু-লক্ষণ। সকাল বিকাল জোড়া শালিক দেখা শুভ। দিনের বেলায় আকাশে তারা দেখা অশুভ। গোসাপ দেখলে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়। স্বপ্নে মৃত্যু দেখা ভালো। রাত্রিবেলায় লক্ষ্মী পেঁচা বা সাদা পেঁচা দেখা মঙ্গলজনক দেওয়াল থেকে ছবি পড়ে গেলে অমঙ্গল হয়। রাত্রে কাক ডাকলে অমঙ্গলের সূচক। মাথার উপর কাকপড়লে খুব অশুভ হয়। আম বেশি হলে ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা গাছে বেশি তেঁতুল হলে ধানের ফলন ভালো হয় বলে মানুষের বিশ্বাস। ছেলেদের দাঁত বাঁকা থাকলে ভাগ্যবান হয়। যেসব মেয়েদের কপাল চওড়া তারা খুব ভাগ্যবতী হয় হাতে পায়ে পাঁচটার কম বা বেশি আঙ্গুল থাকলে তা অলক্ষন হয় কপালে তিল থাকলে তা মোটেও সুলক্ষণ নয়, মেয়েদের দাঁত আঁকা হলে সেটা সুলক্ষণের নয়। পুরুষের বাম চোখ আর মেয়েদের ডান চোখ নাচলে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু পুরুষের ডান চোখ নাচলে ভালো কিছু লাভের আশঙ্কা থাকে সাঁওতালদের বিশ্বাস।

১৫. ভালো-মন্দ সংক্রান্ত সংস্কার :

মানুষ সর্বদাই নিজের ভালো-মন্দের সম্পর্কে সজাগ। কিন্তু ভালো চাইলেই তো আর ভালো থাকা যায় না। তাই যতটা সম্ভব ভালো থাকা যায় মানুষ সেটাই সারা জীবন অন্বেষণ করে গেছেন। মানুষের জানার কৌতুহল সীমাহীন আগ্রহ থেকে নানা রকম সংস্কারের জন্ম নেয়। সাঁওতালদের সমাজ জীবনে ভালো-মন্দ সংক্রান্ত সংস্কারগুলি হল - রাত্রে বেলায় চুল কাটতে নেই বা চুল আচড়াতে নেই। এটা অত্যন্ত খারাপ দিক বলে গণ্য করা হয়। রাত্রে নখ কাটা ভালো নয়। শিশুর নখ কাটতে নেই। শিশুর বয়স একবছর না হওয়া পর্যন্ত নখ কাটা যাবে না। কাটলে শিশুটি ভবিষ্যতে চোর ডাকাত হবে বলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করে। ঝাঁটায় পা দিতে নেই। রাত্রে বেলায় শিশ বাজাতে নাই। কেননা, শিশ বাজালে ডাইনি বিদ্যা শিখে যায় বলে সাঁওতাল সমাজের বিশ্বাস। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার চলার সময় ডিম খাওয়া নিষিদ্ধ। মোরগ লড়াই করতে যাওয়ার সময় খালি হাড়ি বা কলসি চোখে পড়লে তা মোটেও ভালো নয়। যদি কোন শিশু জন্মের সময় দাঁত নিয়ে জন্মায় তবে তার সারাটা জীবন খুব অশান্তির হয় বলে বিশ্বাস।

১৬. নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত সংস্কার :

মানুষ সমাজ জীবনে নিজেকে ভালো রাখার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে নিজের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু এই চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে জীবনে নানা রকমের বাধা নিষেধাজ্ঞা পালন করতে হয়। সাঁওতাল সমাজে পালনীয় নিষেধাজ্ঞাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিষেধাজ্ঞাগুলি হল - সকালে বাসি মুখে মিথ্যে কথা বলতে নেই। ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখতে নেই। বালিশে বসতে নেই। বসলে পেছনে ফোঁড়া হয় বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। দরজার চৌকাঠে বসতে নেই। বসলে ঘোর অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস। বটি সোজা করে রাখতে নেই। রাখলে নাকি মনের আশা আকাঙ্ক্ষা সব কাটা হয়। খেতে বসে গান গাইতে নেই। খেতে খেতে গান গাইলে লক্ষ্মী দেবী রাগ করেন এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে টাকা বার করতে নেই। কোন মানুষকে ডিঙিয়ে যেতে ন। ডিঙ্গালে বেঁটে হওয়ার সম্ভবনা থাকে বলে সাঁওতালদের বিশ্বাস। রাত্রে বেলায় হাতিকে 'হাতি' বলতে নেই। বললে হাতির আবির্ভাব ঘটে। তাই রাত্রে বেলায় হাতিকে 'ঠাকুর' বলতে হয়। বৃহস্পতিবার নখ কাটতে নেই। কেননা বৃহস্পতিবার হল লক্ষ্মীবার এই দিনে নখ কাটলে অমঙ্গল নিশ্চিত বলে ধরা হয়।

প্রাচীন কাল থেকে লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার মনুষ্য সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং বর্তমান পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সমাজ ব্যবস্থাতেও লোকে না বুঝেই মেনে চলে আসছেন। এই লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার যে শুধু গ্রাম্য সমাজের নিরক্ষর মানুষের মধ্যে প্রচলিত তা নয়, অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন তথাকথিত শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যেও বহুল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 689 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রচলিত। শুধু সাঁওতাল সমাজ ব্যবস্থায় নয় বিশ্বের সমস্থ সমাজ ব্যবস্থায় এই লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার সমানভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে।

Reference:

১. Source - https://superstition.americandictionary.org
২. Source - https://dictionary.cambridge.org
৩. বিশ্বাস, ডঃ বরুন কুমার, 'লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার', পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১৬, পৃ. ২৪
৪. Read, Carveth, 'The Origin of Man and of His Superstition', London : Cambridge University Press, 1920, P. 6
৫. Krappe, Alexander H., 'The Science of Folklore'. New York : Barnes & Noble INC, 1929, P. 204
৬. Lings, Martin. 'Ancient Beliefs and modern superstition'. London : Perennial Books, 1965, P. 26
৭. Waring, Phillippa. 'A Dictionary of Omens & Superstitions'. Britain : Chartwekk Books, 1986, P. 8
৮. বিশ্বাস, ডঃ বরুন কুমার, 'লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার'পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
৯. বিশ্বাস, ডঃ বরুন কুমার, 'লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার' পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫